মেহেরপুরের

চকশ্যামনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা য়

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ কে দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদের মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে চকশ্যামনগর গ্রামের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

রাষ্ট্র পক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন পুষ্প মাল্য অর্পন করেন। সদর থানা পুলিশের একটি দল তাকে রাষ্ট্রীয় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, বীর মুক্তিযো দ্ধা আঃ মালেকসহ মুক্তিযুদ্ধারা, এছাড়া আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আজ শনিবার সকালে আব্দুর রশিদ নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদের স্ত্রী, ৩ ছেলে ৩ মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।

গাংনীর খাসমহলে ডিবি পুলিশের

নাম করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের লিটন হোসেন নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলার ভয় দেখিয়ে ডিবি পুলিশের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলন করেছে একটি অসহায় পরিবার।

আজ শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) বেলা ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন খাসমহল গ্রামের সাহিদা খাতুন ও তার স্বামী শহিদুল ইসলাম।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে সাহিদা খাতুন বলেন, গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর আমার দেবর প্রবাস ফেরৎ রবজেল আলী আত্মহত্যা করে। এ আত্মহত্যার ঘটনায় আমাকে ও আমার স্বামী সহিদুল ইসলামকে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। সে হুমকী দিয়ে বলে, মেহেরপুর ডিবি পুলিশের কাছে তোমাদের নামে মামলা হয়েছে। মামলা কাটাতে হলে টাকা লাগবে। দিনের পর দিন সে আমাদের হুমকী দিয়ে বলে টাকা পয়সা না দিলে আমাদের দুজনকে ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে। তার হুমকীতে আমি ভয়ে আমার একটি গরু ও বাড়ির কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে লিটন হোসেনের কাছে ৮৬ হাজার টাকা তুলে দিই।

পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি লিটন ডিবি পুলিশের নামে আমাদের ভয় ভীতি দেখিয়ে এই টাকা নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। আমি তার কাছে বারবার টাকা দাবি করি। এনিয়ে স্থানীয় মাতব্বর ও সমাজপতিদের কাছে জানাই। সে বারবার আমার টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্র সময় নিয়েছে। কিন্তু আমাকে টাকা ফেরৎ দেইনি।আমাকে টাকা ফেরৎ না দিলে আইনের আশ্রয় নেবেন বলে জানান সাংবাদিক সম্মেলনে।

গাংনীতে গলাই রশি দিয়ে কৃষকের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সজিব হোসেন জানান, সে মোটরসাইকেল যোগে বারাদী থেকে গাংনী আসার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের সাথে ধাক্কা লেগে পার্শবর্তি একটি খাদে পড়ে যায়। স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক দেবাশীষ কাপুড়িয়া জানান আহত সজিবের মুখমন্ডলে মারাত্বক ক্ষত হয়েছে। তাকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীর খড়মপুরে শাশুড়ির অত্যাচারে গৃহবধুর বীষপান

শাশুড়ির অত্যাচার সইতে না পেরে বীষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন এক সন্তানের জননী তাসলিমা খাতুন (২৫)।
তাসলিমা খাতুন গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের ইকলাছ আলীর স্ত্রী।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে বীষপান করলে মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

তাসলিমা খাতুন জানান, সংসারের টুকিটাকি বিষয় নিয়ে আমার শাশুড়ি তহুরা খাতুন প্রায় দিনিই আমাকে নানাভাবে গালাগাল করেন। মাঝে মধ্যে আমার শাশুড়ির কথা শুনে আমার স্বামীও আমাকে মারধর করে। শাশুড়ির অত্যাচার থেকে হোয় পেতেই বীষপান করি।

এদিকে ইকলাছ হোসেন বলেন, দুপুরের দিকে আমার সাথে স্ত্রী তাসলিমা খাতুনের সাংসারিক বিষয় নিয়ে মনমালিন্য হওয়ায় সে বীষপান করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক দেবাশীষ কাপুড়িয়া জানান বর্তমানে তাসলিমা খাতুন ভাল আছেন। তবে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দাম্পত্য জিবনে ৬ মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ মুক্তা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন দ্রুত আলমডাঙ্গার ফাতেমা ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এমন খবর জানার পর পরিবারের লোকজন মুক্তা খাতুনের লাশ বাড়িতে নেয়।

দাফনের জন্য গোসল করাতে গেলে নড়েচড়ে ওঠে বলে পরিবারের লোকজন দাবি করে। পরে মুক্তার লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও মৃত ঘোষণা করেন।

এমন ঘটনা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রাতে মুক্তা খাতুনের দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

মুজিবনগরে তাঁতীলীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫নং ও ৬নং ওয়ার্ড তাঁতীলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার চত্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বাগোয়ান ইউনিয়ন তাঁতীলীগের আহবায়ক শাহিন উদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম সুবাদ।

বক্তব্য রাখেন জেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব জুয়েল রানা, সদস্য আতাউর রহমান, সদর উপজেলা আহবায়ক মাহাফুজুর রহমান, যুগ্ম আহবায়ক রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক আব্দুল খালেক, সদস্য সচিব সেলিম রেজা, মোনাখালী ইউনিয়ন তাঁতীলীগের আহবায়ক সাহেব আলী প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে খালিদ কে আহবায়ক ও বাবর আলীকে সদস্য সচিব করে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড তাঁতীলীগ এবং মি: গাবু মন্ডলকে আহবায়ক ও জন ঘরামীকে কে সদস্য সচিব করে ৬ নং ওয়ার্ড তাঁতীলীগের

৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষনা করে জেলা তাঁতিলীগের লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৪৪২ তম আসর অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের পদধ্বনির-১৪৪২তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সাড়ে চারটার সময় শহীদ আলাউল হলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৪২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ফয়সাল আহমেদ, মেহজাবিন শাপলা সুমন মালিক,হুমায়ুন কবীর,আনছার আলী,নটরাজ হারুন, আশিকুজ্জামান আসাদ এবং এম এ মামুন।চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুমন ইকবাল । সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উপদেষ্টা এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবির মুকুল, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী, হোসেন ফারুক,বেঙ্গলী,ডাঃ হেদায়েত উল্লাহ,সাইফুল ইসলাম,আব্দুল হালিম।